পল্লীগীতি সম্রাট আব্দুল আলিমের জ্যেষ্ঠপুত্র জহির আলিম এর সিডনি সফর ও আমার স্মৃতিচারণ

লুৎফর রহমান শাওন

শিল্পী আব্দুল আলিম। সারা বিশ্বের বাঙালীর কাছে অতি পরিচিত বরেন্য এক ব্যক্তিত্ব, একজন অতি সাধারণ মানুষ। যিনি আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ১৯৭৪ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের এই মানুষটি কণ্ঠে ছিল সুরের যাদু-প্রাণে ছিল কোটি কোটি মানুষের ভালবাসা যার জন্ম হয়েছিল মুরশিদাবাদের টালিবপুর গ্রামে ১৯৩১ সালে তিনি আর কেউ নন-আমাদের প্রিয় পল্লীগীতি ও মরমী শিল্পী আব্দুল আলিম। পল্লীগীতির সম্রাট-ভাটিয়ালি, ভাওয়াইয়া, মুর্শিদী আর মরমী গানের রাজা। পাঁচ শতাধিকেরও বেশী গান গেয়েছেন তিনি। আব্দুল আলিমের মতো আর কোন শিল্পী আমাদের লোক সঙ্গীতে এতবড় অবদান রাখতে পারেনি। আব্দুল আলিম আমাদের মাঝে নেই কিন্তু তিনি রেখে গেছেন তার অসংখ্য গান আর তাঁর সুযোগ্য সন্তান।

পরিবারে স্ত্রী ছাড়াও রয়েছে তাঁর ৭ সন্তান। তার মধ্যে তিন পুত্রসন্তান ও চার কন্যা। এরা সবাই গান করেন। জ্যেষ্ঠপুত্র জহির আলিম। সরকারী সঙ্গীত কলেজের লোক সঙ্গীত বিভাগের প্রধান। সহকারী লোকসঙ্গীতের অধ্যাপক হিসেবে আজ প্রতিষ্ঠিত বহু শিল্পীর কারিগর তিনি। অসাধারণ গানের গলা তার। মেঝো সন্তান আজগর আলীম একজন টিভি ও জনপ্রিয় পল্লীগীতি শিল্পী। ১৯৯৬ সালের মার্চে লেকেম্বা কমিউনিটি কাউন্সিলের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত আনন্দ মেলায় সিডনি এসেছিলেন গান করতে। সিডনিবাসীকে গানের সাগরে ভাসিয়ে গেছেন তার গানে গানে।

জোহরা আলিমের সাক্ষাৎকার নিচ্ছি কিশোর বাংলা পত্রিকার জন্য।

আমি তখন ছোট। এক কাক ডাকা ভোরে খবর পেলাম পল্লীগীতির সম্রাট আব্দুল আলিম আর নেই। একই মহল্লায় বড় হয়েছি ছোটকাল থেকে। ছুটে গেলাম এই সম্রাট কে দেখার জন্য খিলগায়ে তার

বাসায়। বাসার সামনে প্রচুর মানুষের ভীড়। আব্দুল আলিমকে কে না ভালবাসতো-কে না চিনতো এলাকায়। ভীড় ঠেলে ভেতরে ডুকলাম। ড্রয়ই রুমে তাঁর নিথর দেহটি শুইয়ে রাখা হয়েছে। আমার সেই প্রিয় শিল্পী আব্দুল আলিমের চেহারাটা এখনও আয়নার মতো স্বচ্ছ পরিস্কার চোখের মনিতে ভাসছে।

শিল্পী আব্দুল আলিম ছিলেন একজন অতি সাধারণ মানুষ। তাঁর কোন তদবির কিংবা মামা চাচা ছিলনা। তিনি সঙ্গীত নিয়ে যুদ্ধ করেছেন-প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। যার ফলে মৃত্যুর পর এই শিল্পীর পাঁচ শতাধিক গান থাকলেও কেউ প্রকাশ করেনি কোন সিডি বা ক্যাসেট। মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ পুত্র জহির আলিম ও আব্দুল আলিম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে প্রকাশ করা হয় ২টি লং প্লে, এবং ২টি মাত্র সিডি। অথচ যার আজ শতাধিক সিডি থাকার কথা ছিল। বড় পরিবারের ছোট ছোট শিশুদের হাল ধরেছিলেন তাঁর মা। বহু অর্থকষ্ট আর নানা সমস্যার মধ্যদিয়ে বেড়ে উঠেছে আব্দুল আলিমের সুযোগ্য সন্তানেরা।

আজগর আলিম যখন ২০০৬সালে সিডনিতে আনন্দ মেলায় এসেছিলেন তখন তার মুখেই প্রথম শুনেছিলাম এই পরিবারের প্রতি প্রতিটি সরকারের অবহেলা আর অবজ্ঞার কথা। পরিবারটি পায়নি কোন সরকারী অনুদান-পায়নি কোন সহযোগিতা কিংবা সাহায্য। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান পরিবারটিকে আর্থিক সহযোগিতার আশ্বাস দিলেও সহযোগিতার আগেই তিনি শহীদ হোন।

সেই সময় আজগর আলিমের একটি সিডি প্রকাশনার জন্য আমি সিডনির রোজবেরীর ঢাকা ক্যাফেতে একটি ঘরোয়া সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করি। মাত্র ২/৩দিনের নোটিশে অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছিল। সিডনির বাঙালী সঙ্গীত পিপাসু সুধীজনের ব্যাপক সাড়া আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এতো সাড়া পাবো ভাবতেও পারিনি। সেখান থেকে একটি বিরাট অংকের অনুদান আজগর আলিমের হাতে তুলে দিতে পেরেছিলাম। আমার সেদিনের আনন্দ মনকে ভরে দিয়েছিল। সিডনিবাসীকে ধন্যবাদ ও সাধুবাদ সেই সাথে তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ।

আলিম পরিবারের সাথে আমাদের একটি নিবিড় পারিবারিক সম্পর্ক বিদ্যমান। জ্যেষ্ঠপুত্র জহির আলিম আমার বড়ভাই বর্তমানে একটি ব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ফজলুর রহমানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মেঝ ছেলে আজগর আলিম আমার ছোটভাই সিডনিনিবাসী আতিকুর রহমানের বন্ধু আর কন্যা পল্লীগীতি শিল্পী নুরজাহান আলিমের বান্ধবী আমার একমাত্র বোন আমেরিকা নিবাসী পারুলের বান্ধবী। আমার সমবয়সী কেউ থাকলে হয়তো আমারও একজন প্রিয় বন্ধু হতো।

টিভির জনপ্রিয় পল্লীগীতি শিল্পী নুরজাহান আলিমের সাক্ষাতকার নিচ্ছি কিশোর বাংলার জন্য।

তবে পরিবারটির সাথে আমার জীবনের একটি গভীর স্মৃতি জড়িয়ে আছে। মনে আছে আমি তখন খুব ছোট। লেখালেখি ও সাংবাদিকতা নিয়ে কাজ করি। সাংবাদিকতার প্রথম হাতেখড়ি কিশোর বাংলায় দাদুভাই-এর কাছে। আলিম পরিবারের দুই ক্ষুদে সঙ্গীত শিল্পী নুরজাহান আলিম আর জোহরা

আলিমের প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যদিয়ে আমার সাংবাদিকতা জগতে প্রবেশ। ড্রইং রুমে বসে পরপর দু'বোনের সাক্ষাৎকার নেই। সাথে ছিলেন কিশোর বাংলার এক ফটোসাংবাদিক। আমাদের বসার পেছনে ছিল আব্দুল আলিমের বিশাল ছবি। সেই সাখাৎকারটি পত্রিকায় প্রকাশিত হবার পর আমি আনন্দে কয়েকদিন আত্মহারা ছিলাম। সেই অভিজ্ঞতা আজও আমাকে পুলকিত করে-আনন্দ দেয়। স্মৃতির সাগরে ভাসিয়ে বেড়ায়। আমি সেদিন চেয়েছিলাম আব্দুল আলিম যে কণ্ঠ রেখে গেছেন তা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে আরও ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়ুক-বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষ জানুক আব্দুল আলিমের কণ্ঠ শেষ হয়ে যায়নি। রয়ে গেছে তার সন্তানের কণ্ঠে ও বুকে।

প্রায় ১০ বছর পর গত সেপ্টেম্বরে দেশে গেলাম বেড়াতে। সঙ্গীত জগতের অনেকের সাথেই এক সময় আমার সখ্যতা ছিল গভীর। আজকের বেবী নাজনীন থেকে শুরু করে শিল্পী ফকির আলমগীর, পল্লীগীতি শিল্পী দিলরুবা খান এরাও একসময় আমার বাসার সামনে রাস্তাবন্ধ করে সেখানে মঞ্চ বানিয়ে গান গেয়েছেন। বাড়ীতে বহু পারিবারিক পরিবেশে গান করেছেন শিল্পী দিলরুবা খান। এবার দেশে এক সন্ধ্যায় শিল্পী দিলরুবার বাসায় গানের আড্ডায় হঠাৎ করে দরজায় কড়া নাড়লেন জহির ভাই। সেখানেই দীর্ঘদিন পর আলাপ হলো তাঁর সাথে। আমার একজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি তিনি। তাঁকে সিডনির কোন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রন জানানোর ব্যাপারে কথা হয়েছিল। কিন্তু তার আগেই তিনি মেলবোর্নের একটি অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে মেলবোর্নবাসীকে গান শুনাতে গত ৯ই অক্টোবর মেলবোর্ন চলে এলেন। সেখান থেকে সিডনি অনেকটা বেড়াতে আসার মতো। তাঁর সিডনি আসার এই সুযোগটা কাজে লাগাতেই শিল্পী জহির আলিমকে নিয়ে ঘরোয়া সঙ্গীতের আয়োজন। এমন একজন শিল্পীকে সংবর্ধনা কিংবা তাকে নিয়ে সময় কাটানো আমাদের ভাগ্যের ব্যাপার। আব্দুল আলিমের যে উত্তরসূরী আমাদের মাঝে বেঁচে আছেন আর যারা প্রতিনিয়ত আনন্দের উন্মাদনায় আমাদের ভাসিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের প্রতি সম্মান দেখানো আমাদের দায়িত্ব। এমন পরিবারের পাশে থাকতে পারাটা ভাগ্যের ব্যাপার। আসুন আমরা আরও একবার এই পরিবারের একজন উত্তর সূরীর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানায় এই পরিবারটির পাশে দাঁড়াই।